

## 💵 সহজ ফিকহ শিক্ষা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যয়: ইবাদাত রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ,কম

## তায়াম্মুম

- ১- তায়াম্মুমেম শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচিতি:
- ক- তায়াম্মুমেম শাব্দিক অর্থ: ইচ্ছা করা, কামনা করা, মনস্থ করা।
- খ- তায়াম্মুমেম পারিভাষিক অর্থ: পবিত্র মাটি দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মুখ ও দু হাত মাসাহ করা।

আল্লাহ এ উম্মতের জন্য যেসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দান করেছেন তায়াম্মুম সেসব বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। এটি পানির পরিবর্তে পবিত্র হওয়ার মাধ্যম।

- ২- কার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ:
- क- পাनि পাওয়া না গেলে বা পানি দূরে থাকলে।
- খ- কারো শরীরে ক্ষত থাকলে বা অসুস্থ হলে এবং সে পানি ব্যবহার করলে ক্ষত বা অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে।
- গ- পানি অতি ঠাণ্ডা হলে এবং গ্রম করতে সক্ষম না হলে।
- ঘ- যদি মজুদ পানি ব্যবহারের কারণে নিজে বা অন্য কেউ পিপাসায় নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা করে।
- ৩- তায়াম্মম ফর্য হওয়ার শর্তাবলী:
- ক- বালেগ বা প্রাপ্ত বয়ষ্ক হওয়া।
- খ- মাটি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া।
- গ- অপবিত্রতা নষ্টকারী কোনো কিছু ঘটা।
- ৪- তায়াম্মুম শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী:
- ক- ইসলাম।
- খ- হায়েয বা নিফাসের রক্ত শেষ হওয়া।
- গ- আকল বা বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া।
- ঘ- পবিত্র মাটি পাওয়া।
- ৫- তায়াম্মুমের ফর্যসমূহ:
- ক- নিয়ত।



- খ- পবিত্র মাটি।
- গ- একবার মাটিতে হাত মারা।
- ঘ- মুখমণ্ডল ও হাতের তালু মাসাহ করা।
- ৬- তায়ামাুমের সুন্নাতসমূহ:
- ক- বিসমিল্লাহ বলা।
- খ- কিবলামুখী হওয়া।
- গ- সালাতের আদায়ের ইচ্ছা করার আগে করা
- ঘ- দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মারা।
- ঙ- ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
- চ- এক অঙ্গের সাথে বিরতিহীন অন্য অঙ্গ মাসাহ করা।
- ছ- আঙ্গুল খিলাল করা।
- ৭- তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ:
- ক- পানি পাওয়া গেলে।
- খ- উল্লিখিত অযু ও গোসল ভঙ্গের কারণসমূহ পাওয়া গেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা তায়াম্মুম হলো অযু ও গোসলের স্থলাভিষিক্ত, আর মূল পাওয়া গেলে তার স্থলাভিষিক্তের কাজ শেষ হয়ে যায়।
- ৮- তায়াম্মুমের পদ্ধতি:

প্রথমে তায়াম্মুমের নিয়ত করবে, অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে দুহাত মাটিতে মারবে, অতঃপর এর দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাতের কজি ধারাবাহিক ও বিরতিহীনভাবে মাসাহ করবে।

৯- ব্যান্ডেজ ও ক্ষতস্থানে তায়াম্মম:

কারো হাড় ভেঙ্গে গেলে বা শরীরে ক্ষত বা জখম হলে পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা করলে ও কষ্ট হলে তবে ব্যান্ডেজ ও ক্ষতস্থানে তায়াম্মুম করবে এবং বাকী অংশ ধুয়ে ফেলবে।

কেউ পানি ও মাটি কোনটিই না পেলে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই সালাত আদায় করে নিবে। তাকে উক্ত সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না।

মোজা ও বন্ধ ফলকের উপর মাসাহ:

- ১- ইবন মুবারক বলেছেন, মোজার উপর মাসাহর ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। ইমাম আহমাদ বলেছেন, মোজার উপর মাসাহর ব্যাপারে আমার অন্তরে কোনো সংশয় নেই। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে চল্লিশটি হাদীস বর্ণিত আছে। পা ধোয়ার চেয়ে মোজার উপর মাসাহ করা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ উত্তমটিই তালাশ করতেন।
- ২- সময়সীমা:



মুকিমের জন্য একদিন ও একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন ও তিনরাত মাসাহ করা জায়েয। মোজা পরিধান করার পরে প্রথম বার অপবিত্র হওয়া থেকে সময়সীমা শুরু হয়।

- ৩- মোজার উপর মাসাহর শর্তাবলী:
- পরিধেয় মোজা বৈধ ও পবিত্র হওয়া। ফরয পরিমাণ অংশ ঢেকে থাকা এবং মোজা পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা।
- ৪- মোজার উপর মাসাহর পদ্ধতি:
- পানিতে হাত ভিজিয়ে পায়ের উপরিভাগের আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে নলা পর্যন্ত একবার মাসাহ করা। পায়ের নিচে ও পিছনে মাসাহ নয়।
- ৫- মোজার উপর মাসাহ ভঙ্গের কারণসমূহ:

নিচের চারটির যে কোনো একটি কারণে মোজার উপর মাসাহ নষ্ট হয়ে যায়:

- ১- পায়ের থেকে মোজা খুলে ফেললে।
- ২- মোজা খুলে ফেলা অত্যাবশ্যকীয় হলে, যেমন গোসল ফর্য হলে।
- ৩- পরিহিত মোজা বড় ছিদ্র বা ছিড়ে গেলে।
- ৪- মাসাহের মেয়াদ পূর্ণ হলে।

সব ধরণের পট্টি বা ব্যান্ডেজ খুলে না ফেলা পর্যন্ত তার উপর মাসাহ করা জায়েয, এতে মেয়াদ যতই দীর্ঘ হোক বা জানাবত তথা বড় নাপাকী লাগুক।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9610

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন